# আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন-ভরা...

**আহসান কবির**

কেউ যদি ভালো কোনো কাজ করেন তখন তাকে নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা হয় ভালো কথা বললেও। তাহলে খারাপ কথা বললে কী আলোচনা হয় না? নিশ্চয়ই হয়। যেমন এখন হচ্ছে ‘পাওয়ার’ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদকে নিয়ে। একনজরে পরিচিত হয়ে নেয়া যাক তার কিছু কথার সঙ্গে।

এক. আসন্ন গরমের মৌসুমে বিদ্যুৎ সমস্যা মোকাবিলার জন্য চট্টগ্রামের প্রস্তুতি নেই। তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই আছে নাজুক অবস্থায়। এ অবস্থায় উন্নতি না হলে চট্টগ্রামে বিদ্যুতের উৎপাদন আশঙ্কাজনক পর্যায়ে নেমে যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, সংস্কারের পর বিমানও আকাশে ওড়ানো যায়। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর কোনো উন্নতি নেই। (২৬ ডিসেম্বর ২০০৫)

দুই. সেচ মৌসুমে যদি গ্যাস সংকট আরো প্রকট হয়, সে ক্ষেত্রে সারা দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি পুরো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। (২৯ ডিসেম্বর, ২০০৫)।

তিন. এটা সত্য যে, চাহিদা অনুযায়ী

**সামনে নির্বাচন। আপনি গান গাইছেন, আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন ভরা...। আপনি সুন্দরবন, বান্দরবান যেখানে ইচ্ছে যেতেই পারেন। জনগণকে ভুলে যাওয়াটাও হয়তো আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার! কিন্তু আপনি/আপনারা এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন যে ভুলে যাওয়ার অধিকার জনগণেরও আছে**

আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারিনি। গত চার বছরে আমাদের উচিত ছিল ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো। কিন্তু আমরা পেরেছি মাত্র ৭০০ মেগাওয়াট। (১৯ নবেম্বর, ২০০৫)

এবার ২০০৬ সালে আসা যাক। মাত্র দুই-তিন মাসের ব্যবধানে কী বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ বদলে গেলেন?

এক. বিদ্যুৎ সংকটের উত্তরণ হচ্ছে। গত চার বছরের চেয়ে এখন অবস্থা বেটার। (ফেব্রুয়ারি, ২০০৬)।

দুই. আমি তো অন্ধকার দেখলাম না। সুন্দরবন গিয়েছিলাম ঘুরতে। যশোর আর মাগুরার ওপর দিয়ে এলাম। সেখানে তো অন্ধকার দেখিনি। ফরিদপুর আর মানিকগঞ্জের ওপর দিয়ে এলাম। সেখানেও তো বিদ্যুৎ আছে। আমি তো কোথাও অন্ধকার দেখছি না। (ফেব্রুয়ারি ২০০৬)।

২.

বোঝা গেল, গত দুই-তিন মাসের ব্যবধানে ইকবাল হাসান মাহমুদ সাহেব হঠাৎ করে আলোকিত হয়ে উঠেছেন। কতটুকু (মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের একটা সুন্দর ডাক নাম আছে। সেটি হচ্ছে টুকু) আলোকিত হলে তিনি এভাবে অন্ধকার এড়িয়ে যেতে পারেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। শ্রদ্ধেয় আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, স্যার আমাদের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কত'টুকু' আলোকিত?

সুন্দরবন ঘুরে খুলনা, যশোর, মাগুরা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, ধামরাই হয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী যখন আলোকিত হতে হতে ঢাকায় আসেন, তখন এনটিভি একটি সংবাদ প্রচার করে। সেই খবরে দেখা যায় যশোর, খুলনা, মাগুরা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ সব জায়গার বাসিন্দারাই ভয়াবহ লোডশেডিংয়ে ভুগছেন। বিদ্যুৎ শুধু আছে সিরাজগঞ্জে। সেখানে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি। প্রতিমন্ত্রী সাহেবের এলাকার এক লোক তাই বলতে পারেন, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির আশপাশেই আমার বাড়ি। তাই সব জায়গায় বিদ্যুৎ গেলেও আমাদের ওখানে বিদ্যুৎ থাকে! সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে 'টুকু' মন্ত্রী জানান, 'এনটিভি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ কাজটি করেছে। তারা আমাকে টার্গেট করেছে!' তাকে আরো প্রশ্ন করা হয়, সরকার থেকে কোনোরূপ চাপের মুখে আছেন কি না? প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জানান, অভাবী সংসারে খাবার না থাকলে যা হয়, আমার অবস্থাও তাই। বিদ্যুতের অভাব থাকায় আমি চাপের মুখে আছি।'

আবারও নিজেকে উল্টে ফেললেন 'টুকু মন্ত্রী'। সারা দেশেকে আলোকিত দেখে এসে প্রচার করার পর মনে হয় তার বোধোদয় ঘটে। তাই তিনি আগের মতো বলে ফেলেন, অভাবের সংসারে খাবার না থাকলে যা হয়, তার অবস্থা এখন তাই। তিনি যদি চাপের মুখে থাকেন তাহলে এই চাপের নাম কী? ঊর্ধ্বচাপ নয়, নিম্নচাপও নয়, বোধকরি এই চাপের নাম 'আলোকিত চাপ!'

যে দেশের বিদ্যুতের মিটার রিডাররা কোটিপতি হয়, যে দেশের সমস্ত নীতি-নিয়ম বিসর্জন দিয়ে দলীয় লোকদের কাজ দেয়া হয়, যে দেশে ক্ষমতাসীন দলের লোকদের মধ্যে বিদ্যুতের তার ও পিলার বসানোর কাজ দেয়ার পরও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনের কাজ নিয়ে মারামারি ও টেন্ডার ঘাপলা হয়; সে দেশে কীভাবে ঠিকঠাক বিদ্যুৎ থাকে? কেন প্রতিমন্ত্রী সাহেব এই অবস্থাটাকে বেটার বলে সাফাই গান? কেন এই চরম গরমে লোডশেডিংয়ের ভীষণ উৎপাতকে তিনি আলোকিত বলেন? পল্লী বিদ্যুতের দাবিতে যখন অসহায় কৃষক রাস্তায় নামে, তখন কেন তাদের বুকে গুলি চালানো হয়? চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে সাত-সাতজন অসহায় মানুষকে গুলি করে মারাও কি আলোকিত কাজ?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সাহেব- সারা শরীর অবহেলায় রেখে মুখে রক্ত সঞ্চারের নাম যেমন স্বাস্থ্য নয়, তেমনি সিরাজগঞ্জে নিজ নির্বাচনী এলাকায় সাময়িক বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেয়া মানে সারা বাংলাদেশ আলোকিত থাকা নয়।

আর আপনিও কী পুরোপুরি আলোকিত মানুষ, প্রতিমন্ত্রী সাহেব? মনে পড়ে আপনার? ২০০১ সালে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার পর আপনি কী করেছিলেন? আপনার এলাকার দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি, নির্বাচনের সময় যার রিপোর্ট আপনার পছন্দ হয়নি, তাকে আপনি কী করেছিলেন? তার বিদ্যুৎ বিল সব সময় ক্লিয়ার ছিল। তবু হঠাৎ করে দেখা গেল '৭১ সাল ও তার পরে নাকি ঐ ইত্তেফাক প্রতিনিধি বিদ্যুৎ বিল ঠিকমতো পরিশোধ করেননি। সে সময় কতো ছিল ঐ প্রতিনিধির বয়স? কিন্তু বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় ভুতুড়ে সরকারি চিঠি নিয়ে পুলিশ গিয়ে হামলে পড়লো আপনার এলাকার ইত্তেফাক প্রতিনিধির ওপর। তাকে ধরে নিয়ে জেলে দেয়া হলো। কয়েক দিন জেল খাটার পর সে জামিনও পেল। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অসহায় ঐ ইত্তেফাক প্রতিনিধি ছাড়া এ দেশের আর কোনো বিদ্যুৎ খেলাপি কি জেল খেটেছে? বলতে পারবেন আরেকজনের নাম?

আসলে ক্ষমতাপাগল হলে নিজেদের বড় আলোকিত মনে হয়। শুধু নির্বাচন হলেই জনগণ তাদের পছন্দের আলোকিত চাপ দিয়ে অপছন্দের সরকারকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নামায়। প্রিয় প্রতিমন্ত্রী সাহেব, ২০০১ সালে জনগণ যে আলোকিত চাপ দিয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার?

৩.

সামনে নির্বাচন। আপনি গান গাইছেন, আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন ভরা...।

জনগণ কী এই গান শুনছে? নিশ্চয়ই শুনছে।

বিশ্বাস কী করছে? বিশ্বাস করছে রাজনীতিবিদরা যেকোনো কথা বলতে পারে, বিশেষ করে অসত্য কথা। মাননীয় মন্ত্রী আপনি এখন সেটাই করছেন। জনগণ এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করছে।

আপনি সুন্দরবন, বান্দরবান যেখানে ইচ্ছে যেতেই পারেন। জনগণকে ভুলে যাওয়াটাও হয়তো আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার!

কিন্তু আপনি/আপনারা এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন যে ভুলে যাওয়ার অধিকার জনগণেরও আছে।

**বোঝা গেল, গত দুই-তিন মাসের ব্যবধানে ইকবাল হাসান মাহমুদ সাহেব হঠাৎ করে আলোকিত হয়ে উঠেছেন। কতটুকু (মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের একটা সুন্দর ডাক নাম আছে। সেটি হচ্ছে টুকু) আলোকিত হলে তিনি এভাবে অন্ধকার এড়িয়ে যেতে পারেন তা আমরা বুঝতে পারছি না**